



Pratidhwani the Echo

A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science

ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)

Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)

Volume-XI, Special Issue, June 2023, Page No.105-110

Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India

Website: <http://www.thecho.in>

চর্বািক চিন্তায় দেহই আত্মা: একটি পর্যালোচনা

রাহুল দত্ত

রাজ্য সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক, দর্শনবিভাগ, পাঁচমুড়া মহাবিদ্যালয়, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

Before the colonial phase, the mandal system in the present Bankura district was a special system of agricultural advancement in land management. But after the entry of British rule the mandal system came to an end in the district with the introduction of permanent settlement. As a result of which the larger Santal community of the district became landless and became farm labourers. And the lands left by them are occupied by the Bhoofor class like Mahajan, Pattanidar etc. This transformation caused a radical change in the agriculture of the district. As this change prevailed throughout the colonial period, peasant society and agricultural progress remained neglected.

Keywords: মণ্ডল ব্যবস্থা, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, সাঁওতাল, মহাজন, পত্তনিদার, ঘাটোয়ালী, দিকু।

গ্রীক দার্শনিক সঙ্ক্রেটিসের ভাবনায় অনুপ্রাণিত প্লেটো বলেছেন - “বিস্ময় থেকে দর্শনের শুরু”। বিস্ময় থেকে যা কিছু জিজ্ঞাসার শুরু তা সবই দর্শন চিন্তা নয়। দর্শন চিন্তার জন্য আমাদের তত্ত্বমুখী জিজ্ঞাসার প্রয়োজন। মাতৃগর্ভ থেকে শিশু জন্মলাভের পরই এই বিশ্ব প্রকৃতিকে দেখে তাঁর মনে নানান জিজ্ঞাসার জন্ম নেই। নির্বাক বা নিশ্চুপ ভাবে সে শুধুই বিশ্বপ্রকৃতির দিকে তাকিয়ে থাকে। ক্রমে ক্রমে কোমল হৃদয়ে জন্ম নিয়েছে নানান কৌতূহলী জিজ্ঞাসার। জিজ্ঞাসা থেকে এসেছে জানবার তীব্র ইচ্ছা, জন্ম নিয়েছে আধ্যাত্ম জগতকে জানবার অভিপ্রায়।

ধীরে ধীরে মানুষ জানতে পেরেছে আমরা চিরকাল বেঁচে থাকিনা। তাই মৃত্যুর পর কি কিছু থাকে? পরক্ষণে মানুষ উত্তর পেয়েছে মৃত্যুতেই জীবনের পরিসমাপ্তি নয়, মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম আছে। তখন পুনরায় জিজ্ঞাসা শুরু হল, কে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে? উত্তর হল আত্মা। এই জীব দেহের মধ্যে এমনকি আছে যাকে আমরা জ্ঞাতা, ভক্তা, দ্রষ্টা, শ্রোতা ইত্যাদি বলে জানি? উত্তর হল আত্মা। সেই জন্যই আধ্যাত্ম জগৎ সম্পর্কে জানবার তীব্র অনুসন্ধিৎসা জন্মে মানুষের মনে। যদি সে জানতো আত্মা বলে কিছু নেই, মৃত্যুর পর সবই শেষ, তবে আধ্যাত্ম জগৎ সম্পর্কে এই আগ্রহ আসতো না। কিন্তু বিশেষ করে মৃত্যুর পর আত্মা সম্পর্কিত অবস্থা জানবার জন্যই এত বেশি আগ্রহ মানুষের অন্তরে।

“আত্মা” শব্দের মূল সংস্কৃত প্রতিশব্দ হল “আত্মন”। যাকে পালি ভাষায় বলা হয় “অত্তা”। যদিও ‘আত্মা’ শব্দের বুৎপত্তি গত অর্থ নিরূপণ করা খুবই কঠিন। আত্মাকে কখনো বলা হয় প্রানবায়ু, কখনো সত্তা, জীব, পুঙ্গল, ব্যক্তি ইত্যাদি বলা হয়। আবার মনকে আত্মার প্রতিশব্দ বলা হয়। এই আত্মা সম্পর্কিত

আলোচনা সুদূরপ্রসারি। প্রাচীন ঋষি থেকে শুরু করে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন, এমনকি চিকিৎসা বিজ্ঞানেও আত্মা সম্পর্কে বহুল মত চর্চিত হয়েছে। যুগের সুশৃঙ্খল ধারা যতই এগিয়ে গিয়েছে ততই আত্মা সম্পর্কিত একাধিক মতবাদের জন্ম নিয়েছে।

চতুর্ভূত থেকেই চৈতন্যের উৎপত্তি: ভারতীয় দর্শন চিন্তার জগতে চার্বাক সম্প্রদায় একটি সুপরিচিত নাম। তবে ভারতীয় দর্শনের আঙ্গিকে চার্বাক দর্শন সর্বদাই পূর্বপক্ষ হিসাবেই বিদ্যমান। কেননা চার্বাক দর্শনের তেমন কোন সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের খোঁজ আজও মেলেনা। নিজস্ব গ্রন্থ হিসাবে শুধুমাত্র জয়রাশি ভট্টের ‘তত্ত্বোপল্লবসিংহ’ নামে একটি গ্রন্থ পাওয়া যায়। ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন আলোচনার ক্ষেত্রে চার্বাক সম্প্রদায় সবদাই ভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। আত্মা ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনে বিস্তীর্ণ স্থান জুড়ে আলোচিত হয়েছে। জড়বাদী চার্বাক সম্প্রদায়ের আত্মা সম্পর্কিত আলোচনা অন্যান্য সকল দর্শন সম্প্রদায় হতে ভিন্ন মতামতের। আর তাঁদের এই আত্মা সম্পর্কিত আলোচনার জন্যই চার্বাক দর্শন অন্যান্য ভারতীয় দর্শন হতে পৃথক। জড়বাদী চার্বাক সম্প্রদায় বস্তু জগতের মূল উপাদানের সংখ্যা চারটি মহাভূতে সীমিত রাখেন। এগুলি হল - ক্ষিতি (earth), অপ (water), তেজ (fire) ও মরুৎ (air)।

সর্বদর্শনসংগ্রহ গ্রন্থে বলা হয়েছে -

‘তত্র পৃথিব্যাদীনি ভূতানি চত্বারি তত্ত্বানি’^১

চার্বাক ষষ্টিতে বলা হয়েছে -

‘অত্র চত্বারি ভূতানি ভূমি-বার্যনলানিলাঃ’^২

বার্হস্পত্য সূত্রে বলা হয়েছে -

‘পৃথিব্যপ্তেজো বায়ুরিতি তত্ত্বানি’^৩

অর্থাৎ পৃথিবী, জল, অগ্নি ও বায়ু - এই চারটিই তত্ত্বই বিদ্যমান।

আইয়োনিও দার্শনিকগণ প্রধানত খেলস, অ্যানাক্সিম্যান্ডার, অ্যানাক্সিমিনিস প্রমুখ দার্শনিক জগতের সবকিছুর মূলে এক মৌলিক পদার্থের কথা মেনেছেন। যেমন- খেলস-জল, অ্যানাক্সিমিনিস-বায়ু; আবার পরিবর্তনশীল মতামতে বিশ্বাসী হেরাক্লিটাস আশুনকে মৌলিক পদার্থ বলে স্বীকার করেছেন। অন্যদিকে এমপেডোক্লিস জগতের সবকিছুর মূলে চারটি প্রধান মৌলিক উপাদান স্বীকার করেছেন- মাটি, জল, আশুন, বাতাস। এই চারটি মৌল পদার্থের নিয়ন্ত্রণ শক্তিকে এমপেডোক্লিস ‘ভালোবাসা’ বা ‘সঙ্গতি’ (love or harmony) বলেছেন; আবার এদের একত্র মিলনকে ‘blessed god’ বলে উল্লেখ করেছেন।^৪ যদিও আত্মা সম্পর্কিত আলোচনা প্রসঙ্গে চার্বাক চিন্তা ভাবনার সঙ্গে এই সকল গ্রীক দার্শনিক মতের তেমন কোন সদৃশ নেই, তবুও জগৎ উৎপত্তির পিছনে চতুর্ভূত তত্ত্বে কিছুটা মিল রয়েছে।

চার্বাক সম্প্রদায় বৈদিক ও অবৈদিক মতকে পরিত্যাগ করে বলেন- কোন চেতন সত্তার নির্দেশে মহাভূত চতুষ্টয় চালিত হয়না। এদের নিজস্ব স্বভাব ধর্ম ও ক্রিয়া রয়েছে এবং সেই রীতি অনুযায়ী এরা পরস্পর সংমিশ্রিত হয়ে জগতের বস্তুসমূহ সৃষ্টি করে, আবার নিজস্ব রীতিতেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে জগতের ধ্বংস সাধন করে।^৫ তাঁরা বলেন দীপশিখা, বর্তিতেলের পরিণাম মাত্র। বর্তিতেলের সংযোগ হতে যেমন দীপশিখার আবির্ভাব হয়, তেমনই ভূতচতুষ্টয়ের সংযোগ হতে দেহে চৈতন্যের আবির্ভাব হয়। একটি প্রদীপের অগ্নি ও তার আলোর মধ্যে অগ্নি যতক্ষণ থাকে আলোও ঠিক ততক্ষণ থাকে; যে মুহূর্তে অগ্নি নিভে

যায়, সেইমুহূর্তে আলোও থাকে না। একই রকম ভাবে যতক্ষণ দেহ থাকে, ততক্ষণ তারমধ্যে চৈতন্য বা প্রাণ থাকে। দেহের মৃত্যু ঘটলে চৈতন্য ও প্রাণেরও মৃত্যু ঘটে।^৬

চার্বাক সম্প্রদায় চেতনার (consciousness) অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন; কেননা চেতনা বা চৈতন্য হল দেহের গুণ বা ধর্ম এবং তা অন্তঃপ্রত্যক্ষের দ্বারা জানা যায়। চার্বাক মতে ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ এই চতুর্ভূতের বিশেষ বিন্যাসে জীবদেহে প্রাণ বা চৈতন্যের আবির্ভাব হয়। কাজেই চতুর্ভূতই চৈতন্যের কারণ। আত্মা সম্পর্কিত চার্বাক সম্প্রদায়ের এই মতবাদ ‘দেহাত্মবাদ’ বা ‘ভূতচৈতন্যবাদ’ নামে পরিচিত। পাশ্চাত্য দার্শনিক হার্বলি প্রবর্তিত ‘epiphenomenalism’ এর সঙ্গে এই মতবাদের অনেকাংশে মিল রয়েছে।^৭ এছাড়া চার্বাক মতে ‘জড় থেকেই চৈতন্যের সৃষ্টি’ - এই মতকে মেনে নিয়েছেন আধুনিক যুগের পাশ্চাত্য দার্শনিক লয়েড ও অ্যালেকজান্ডার তাঁদের উন্মেষবাদে।^৮

এখন স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন আসে, চতুর্ভূতে চৈতন্যের অস্তিত্ব নেই, তাহলে চতুর্ভূত হতে গঠিত জীবদেহে চৈতন্যের আবির্ভাব কিভাবে সম্ভব? এর উত্তরে চার্বাকসৃষ্টিতে বলা হয়েছে -

‘অহং স্থূলঃ কৃশোহস্মীতি সামানাধিকরণ্যতঃ।
স্থৌল্যাদি-যোগাচ্চ স এবাত্ম ন চাপ্রঃ।
মম দেহোহয়মিত্যুক্তিঃ সম্ভবেদৌপচারিক’।^৯

অর্থাৎ যেখানেই চৈতন্যের প্রত্যক্ষ হয় সেখানেই একটা স্থূল দেহ থাকে। ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ এই চতুর্ভূতের সংমিশ্রণে দেহ সৃষ্টির প্রাথমিক পর্যায়ে চৈতন্যের আবির্ভাব ঘটে। এই চতুর্ভূত স্বভাবে জড় হলেও, এদের পরস্পরের মিলনে চৈতন্য নামক গুণের আবির্ভাব হয়। ‘সর্বদর্শনসিদ্ধান্তসংগ্রহ’ গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে একটি উপমা উল্লেখ করে চার্বাকগণ বলেন - পান, চুন, সুপারি, খয়ের - এই চারটির কোনটিতেই লাল নামক রঙের অস্তিত্ব নেই, অথচ এগুলিকে একসাথে চর্ষণ করলে তা থেকে লাল রঙ নির্গত হয়। অনুরূপ ভাবে বলা যায়, জল, মাটি, আগুন, বাতাস - এই চতুর্ভূতের সংমিশ্রণে জীবদেহে চৈতন্যের আবির্ভাব ঘটে। কিভাবে জড়দেহে চৈতন্যের আবির্ভাব ঘটে তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে চার্বাকরা বলেন -

‘তেভ্যঃ এব দেহাকারপরিণতেভ্যঃ কিণ্বাদিভ্যো মদশক্তিবৎ
চৈতন্যমুপজায়তে। তেষু বিনষ্টেষু সৎসু স্বয়ং বিনশ্যতি’।^{১০}

অর্থাৎ কিণ্বাদির (চাল, গুড় ইত্যাদির) মধ্যে মাদক শক্তি উপস্থিত নেই। অথচ এদের বিশেষ প্রক্রিয়ায় মিশ্রণ ঘটলে তা থেকে মাদকতা শক্তির উন্মেষ ঘটে। চার্বাক দর্শনে ‘মদশক্তিবৎ’ এর দৃষ্টান্ত প্রসঙ্গে এই বক্তব্যটি খুব প্রণিধানযোগ্য। এখানে বলা হয়েছে - চার্বাকের যুগে আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের পদার্থবিজ্ঞান বা ভৌতবিজ্ঞান এবং রসায়ন শাস্ত্র জানা ছিল না। তবুও তিনি জীবদেহে চৈতন্য নামক গুণটির উৎপত্তি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যে উদাহরণটি দিয়েছেন তার মধ্যে কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিক ধারণার প্রাথমিক উন্মেষ প্রচলিত হয়েছে।^{১১} এছাড়া ‘ন্যায়মঞ্জুরি’ গ্রন্থে চার্বাক ব্যবহৃত দৃষ্টান্তের বিবরণ এইভাবে দেওয়া হয়েছে - গুড় ও পিষ্ঠ ইত্যাদি পদার্থ প্রাথমিক অবস্থায় মদশক্তিহীন হলেও সুরার আকারে পরিণত এই বস্তুগুলিতে বিশেষ এই মদশক্তির যে ভাব প্রকাশ, ঠিক সেই ভাবেই চৈতন্য বর্জিত মৃত্তিকাদি চতুর্ভূত শরীরাকারে রূপান্তরিত অবস্থায় চৈতন্য রূপে বিশেষ শক্তির দ্বারা যুক্ত হয়।^{১২} প্রতিটি জড়বস্তুর মধ্যে নিজস্ব স্বতন্ত্র স্বভাব বর্তমান থাকে। এই চতুর্ভূতের বিশেষ সংমিশ্রণে জীবের সঞ্চার হয়। বার্ষ্পত্য সূত্রে বলা হয়েছে -

‘‘অগ্নিরূষণে জলং শীতং সমস্পর্শস্তথাহনিলঃ

কেনেদং চিত্রিতং তস্মাৎ স্বভাবাৎ তদ্ ব্যবস্থিতিঃ”^{১৩}

অর্থাৎ, অগ্নির স্বভাব উষ্ণ বা প্রকাশ, জলের স্বভাব শীতল, বায়ুর স্বভাব গতি ও স্পর্শ সেই রকম দেহের স্বভাব হল ‘চৈতন্য’। জগতের গতি, স্থিতি, লয় সবকিছুই চতুর্ভূতের স্বভাবে ঘটে। দেহ যদি কারণ হয় তাহলে চৈতন্য হল তার কার্য। দেহের শ্রীবৃদ্ধিতে চৈতন্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। দুর্বল দেহে ক্ষীণ চৈতন্যের বিকাশ ঘটে।^{১৪}

চৈতন্যবিশিষ্ট দেহই আত্মা: সাধারণত আত্মা বলতে আমরা যা বুঝি তা হল দেহ-মনের অতিরিক্ত কিছু একটা। মানব দেহ-মনের শতাধিক পরিবর্তনের মধ্যেও আত্মার কোন পরিবর্তন হয় না। কাল বিশেষে আমাদের দেহ কখনো রুগ্ন, কখনো স্বাস্থ্যবান, আবার কখনো বিষণ্ণ বা প্রভুল কিন্তু ‘আমি’ দেহ-মনের বিচিত্র পরিবর্তনের মধ্যেও নিজেকে প্রকাশ করে চলেছে। এই ‘আমি’ হল ‘আত্মা’। তবে চার্বাকগণ দেহাতিরিক্ত আত্মা স্বীকার করেন না। দেহ আছে, কারণ আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা দেহকে প্রত্যক্ষ করতে পারি। আর এই দেহের গুণ হিসাবে চৈতন্য আছে। কেননা অন্তরইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা চৈতন্য ধর্ম প্রত্যক্ষ করতে পারি। কিন্তু প্রত্যক্ষবাদী চার্বাক মতে দেহ ভিন্ন আত্মা বলে কোন কিছুই অস্তিত্ব নেই। তাই ‘চার্বাক ষষ্টি’ গ্রন্থকার সায়নমাধব বলেছেন - ‘তচ্চৈতন্য বিশিষ্ট্য দেহ এব আত্মা, আত্মানি প্রমানাভাবাৎ’ অর্থাৎ চৈতন্য বিশিষ্ট্য দেহই হল আত্মা; দেহ ভিন্ন আত্মাতে প্রমাণ নেই। সুতরাং চার্বাকগণ আত্মার অস্তিত্ব মানে না। তাঁরা প্রচলিত আত্মার ধারণায় বিশ্বাসী নন। তাঁরা মনে করেন দেহের বাইরে আত্মার কোন সত্তা থাকতে পারে না।

প্রত্যক্ষবাদী চার্বাকরা মনে করেন, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুই কেবল প্রত্যক্ষ সম্ভব, ‘প্রত্যক্ষমেব প্রমাণম্’ অর্থাৎ প্রত্যক্ষই হল একমাত্র প্রমাণ। আর যা ইন্দ্রিয় দ্বারা বোধ হয়না তাকে প্রত্যক্ষের বিষয় রূপে স্বীকার করা যায় না। ইন্দ্রিয় সংযোগে আমরা যা কিছু জ্ঞানার্জন করি তা সবই চার্বাক ভাবনার মধ্যে সীমাবদ্ধ। কাজেই, আত্মা পরলোক, জন্মান্তরবাদ ইত্যাদি প্রত্যক্ষের দ্বারা সিদ্ধ করা যায় না বলে এই সকল তত্ত্বে তাঁরা বিশ্বাস রাখেন না। তাঁরা মনে করে দেহ ও আত্মা পৃথক নয়। দেহ অসুস্থ হলে আমি অসুস্থ, যখন দেহ নিদ্রায় যায় তখন আমিও নিদ্রায় যায়, আমার দেহে আঘাত পেলে আমিও আহত হয়ে থাকি। এর দ্বারা প্রমাণ হয় দেহ এবং আমি (আত্মা) এক ও অভিন্ন। তাই তাঁরা বলেন ‘ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুত’।^{১৫} কাজেই, চার্বাক মতে দেহের অতিরিক্ত আত্মার প্রত্যক্ষ সম্ভব নয়। একদিকে যেমন চৈতন্য আত্মার গুণ নয়; তেমন অন্যদিকে আত্মা চৈতন্যের কর্তাও নয়। চৈতন্য বলতে দেহযুক্ত চৈতন্যকেই বুঝতে হবে।

ভূতচৈতন্যবাদ সম্পর্কে চার্বাকদের মূল বক্তব্যগুলি হল -

- ১) দেহের অতিরিক্ত আত্মার প্রত্যক্ষ সম্ভব নয়। ২) দেহ এবং আমি (আত্মা) এক ও অভিন্ন।
- ৩) চৈতন্য আত্মার গুণ নয়। ৪) আত্মা চৈতন্যের কর্তাও নয়।
- ৫) মৃত্যুতেই আমি বা আত্মার পরিসমাপ্তি।

উপসংহার: আত্মা সম্পর্কিত আলোচনা সুদূরপ্রসারী এবং বিভ্রান্তিকর এটা উপলব্ধি করার পরেও চার্বাক আত্মা বিষয়ক কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসার একটা অভিপ্রায় নিয়েই উক্ত আলোচনা তুলে ধরা হল। আত্মার পৃথক কোন অস্তিত্ব আছে কিনা নেই - এই নিয়ে আলোচনার অন্তঃ নেই। প্রতিটি ধর্ম, প্রতিটি শাস্ত্র, জ্যোতিষ বিজ্ঞান, মনোবীদ, চিকিৎসা বিজ্ঞান থেকে শুরু করে প্রেতাভূতবীদ সকলেই আত্মার ধারণা স্পষ্ট করতে নিজ নিজ ক্ষেত্রে ব্যস্ত। আত্মার ধারণাটা ঠিক ঈশ্বরের ধারণার মতই, ঈশ্বরের অস্তিত্ব যেমন বিশ্বাসের উপর অনেকের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে তেমনই। একদিকে চার্বাক মতকে সমর্থন করে বলা যায় আত্মা নিজে কিছু করতে পারে না, সেই ক্ষমতা আত্মার নেই, জগৎ ভোগ করার কামনাবাসনা যতই থাকুক, তা ভোগ করতে

আত্মা অপারগ। তাই জগতকে ভোগ করতে হলে স্থূল দেহ ছাড়া হয় না। কাজেই দেহকে আত্মা বলে মেনে নেওয়ার দাবি সম্পূর্ণ রূপে নকসাৎ করা যায় না। আবার অন্যদিকে, চার্বাকরা ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ এই চতুর্ভূত হতে চৈতন্যের আবির্ভাব প্রমাণ করতে গিয়ে যে পান, চুন, খয়ের ও সুপারি হতে লাল রঙের আবির্ভাবের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, সেখানে নিজেরাই এক অসঙ্গতির কথা তুলে ধরেছেন। পান, চুন, সুপারি ও খয়ের হতে লাল রঙ নির্গত হলেও চর্বণের জন্য একজন চেতন কর্তার অস্তিত্ব আমাদের মানতেই হয়। ঘট তৈরির জন্য যাবতীয় সামগ্রীর উপস্থিত থাকলেও একজন কুম্ভকার নামক চেতন কর্তার প্রয়োজন হয়, তেমনই ভূতচতুষ্টয়কে পরিচালন করতে এক পরম সত্তার প্রয়োজন হয়, আর এই চেতন কর্তা হল ঈশ্বর। এখানেই চার্বাক মতের অসঙ্গতির দিকটি লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং উক্ত আলোচনা হতে এটা স্পষ্ট হয় চার্বাক দর্শনের মূল ভিত্তি হল তাঁদের জ্ঞানতত্ত্ব, আর এ প্রসঙ্গে তাঁদের মূল সিদ্ধান্তই হল - ‘প্রত্যক্ষমেব প্রমাণম্’ অর্থাৎ প্রত্যক্ষই হল একমাত্র প্রমাণ। চার্বাক মতে অনুমান বা প্রমাণ হতে সংশয়মুক্ত জ্ঞান অর্জন হয় না। আর এই প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর ভিত্তি করে তাঁরা একদিকে যেমন জড়বাদী তত্ত্ব স্বীকার করেছেন, তেমনই একই প্রমাণের দ্বারা দেহের অতিরিক্ত নিত্য আত্মার অস্তিত্ব খণ্ডন করেছেন।

পরিশেষে বলা যায় চার্বাক চিন্তাভাবনা এবং নীতিবোধ সম্পর্কে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে সমালোচিত এবং কুৎসা প্রচারিত হয়েছে। তবুও বর্তমান পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে চার্বাক মতবাদকে একবারে দূরে সরিয়ে দেওয়া কোনভাবেই যায়না। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতেই পারে দর্শন হিসাবে চার্বাক মতের বিশেষ কোন মূল্য নেই কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এই মতকে একবারেই মূল্যহীন বলা চলে না। আত্মা সম্পর্কিত চার্বাক মতবাদ বিভিন্ন সম্প্রদায় একাধিকবার জোরাল যুক্তির সাহায্যে খণ্ডন করেছেন তবুও তাঁদের আত্মা বিষয়ক আলোচনা ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অর্জন করে রয়েছে। এবং তাঁদের চিন্তা ভাবনা সাধারণ লোকায়ত মানুষকে আত্ম-নির্ভরতার পথ দেখিয়েছেন। অতএব আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, চৈতন্য যেমন দেহের ধর্ম নয়; তেমনি চৈতন্য যুক্ত দেহ চার্বাক মতে আত্মা নয়। তাঁদের মতে আত্মার এক পৃথক স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে।

তথ্যসূত্র:

১. অমিত ভট্টাচার্য, সায়ণ মাধবী সর্বদর্শন সংগ্রহ, চার্বাক- বৌদ্ধ, জৈন দর্শন, পৃ. ১২।
২. চার্বাক-ষষ্টিঃ ৪৮।
৩. বার্ষস্পত্যসূত্রম্ ১।
৪. ড. সমরেন্দ্র ভট্টাচার্য, গ্রীক দর্শনের ইতিহাস, পৃ. ৬২।
৫. তরুণ কুমার সাঁতরা, ভারতীয় দর্শন, পৃ. ৯৩।
৬. দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী, চার্বাক দর্শন, পৃ. ১১৪।
৭. প্রদ্যোত কুমার মণ্ডল, ভারতীয় দর্শন, পৃ. ৬৪।
৮. তরুণ কুমার সাঁতরা, ভারতীয় দর্শন, পৃ. ৯৩।
৯. চার্বাক-ষষ্টিঃ ৪৯।
১০. প্রদ্যোত কুমার মণ্ডল, ভারতীয় দর্শন, পৃ. ৬৩।
১১. INTERNET – horoppa.wordpress.com
১২. লতিকা চট্টোপাধ্যায়, চার্বাক দর্শন রূপরেখা, পৃ. ৯৬।

১৩. অমিত ভট্টাচার্য, সায়ণ মাধবীয় সর্বদর্শন সংগ্রহ, চার্বাক- বৌদ্ধ, জৈন দর্শন, পৃ. ৭৮।
১৪. তরুণ কুমার, সাঁতরা, ভারতীয় দর্শন, পৃ. ৯৫।
১৫. চার্বাক-ষ্টিঃ ৫৫।

গ্রন্থপঞ্জী:

- ১) ভট্টাচার্য, অমিত, সায়ণ মাধবীয় সর্বদর্শন সংগ্রহ, চার্বাক- বৌদ্ধ, জৈন দর্শন, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, অখণ্ড সংস্করণ, ১৪১৫ (দ্বিতীয় সংস্করণ)।
- ২) শাস্ত্রী, দক্ষিণারঞ্জন, চার্বাক দর্শন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক ভাণ্ডার। ২০১৩ (চতুর্থ সংস্করণ)।
- ৩) চট্টোপাধ্যায়, লতিকা, চার্বাক দর্শন রূপরেখা, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ, ১৯৬২।
- ৪) পাহাড়ী, ড. দেবব্রত, প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে জড়বাদের ভূমিকা, প্রথম খণ্ড, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৯৯ (প্রথম প্রকাশ)।
- ৫) নিগূঢ়ানন্দ, জীবাত্মা রহস্য, করুণা প্রকাশনী, ২০০০ (প্রথম প্রকাশ)।
- ৬) মণ্ডল, প্রদ্যোত কুমার, ভারতীয় দর্শন, প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০০৮ (দ্বিতীয় সংস্করণ)।
- ৭) ভট্টাচার্য, ড. সমরেন্দ্র, ভারতীয় দর্শন, বুক সিডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৩ (পুনর্মুদ্রণ)।
- ৮) সাঁতরা, তরুণ কুমার, ভারতীয় দর্শন, অভিনব প্রকাশন, ২০০১ (প্রথম সংস্করণ)।
- ৯) বাগচী, দীপক কুমার, ভারতীয় দর্শন, প্রগতিশীল প্রকাশক, ২০০৪ (দ্বিতীয় সংস্করণ)।
- ১০) সেনগুপ্ত, প্রমোদবন্ধু, ভারতীয় দর্শন, ব্যানার্জি পাবলিশার্স, ১৯৬৪ (দ্বিতীয় সংস্করণ)।
- ১১) সেন, ড. দেবব্রত, ভারতীয় দর্শন, ব্যানার্জি পাবলিশার্স, ১৯৫৫ (প্রথম প্রকাশ)।
- ১২) ভট্টাচার্য, ড. সমরেন্দ্র, গ্রীক দর্শনের ইতিহাস, বুক সিডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৭ (প্রথম প্রকাশ)।